নবী করীম ﷺ এর মোবারক শাহজাদীরদের ফযীলত

29-November-2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

مَا مِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِي اللّٰهِ يَسْتَقْبِلُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهٗ فَيُصَافِحُهٗ وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتّٰى تُغْفَرَ ذُنُوْبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَمَا تَأَخَّرَ

অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা**র উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালবাসা পোষনকারী যখন পরস্পর মিলিত হয় এবং মুসাফাহা (করমর্দন) করে আর **নবী** (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি দরূদ পাক প্রেরণ করে তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই উভয়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। **(মুসনাদে ইয়ালা, ৩/৯৫, হাদীস নং-২৯৫১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইরশাদ করেন: “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।
(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُوا الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত সন্তানগণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রবিউল আউয়ালের মোবারক মাস আমাদের মাঝে বিদ্যমান, চারিদিকে মারহাবা ইয়া মুস্তফার সাড়া জেগে রয়েছে, পুরো দুনিয়ায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফযীলত ও উৎকর্ষতা এবং মুজিযা ও বিশেষত্বের আলোচনা চলছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **আল্লাহ তায়ালা প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সন্তানাদির নেয়ামত দ্বারাও ধন্য করেছেন। তাই এপ্রসঙ্গেই আজ আমরা আমাদের **মাহবুব আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহজাদীদের কল্যাণময় আলোচনা করবো এবং তাঁদের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো।

মনে রাখবেন! **হুযুর পুরনুর, শাফেয়ে ইয়ামুন নুশুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত সন্তানের সংখ্যা হলো সাতজন। তিনজন শাহজাদা এবং চারজন শাহাজাদী رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن। (শরহুল মাওয়াহিব, ৪/৩১৩) **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত সাতজন সন্তানের মধ্যে শুধুমাত্র তাঁর একজন শাহাজাদা হযরত সায়্যিদুনা

ইব্রাহিম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ই হযরত বিবি মারিয়া কিবতিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর পবিত্র গর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণ করে, অবশিষ্ট সকল সন্তানই উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজাতুল কুবরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর পবিত্র গর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণ করে। (সীরাতে মুস্তফা, ৬৮৭ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদাতুনা যায়নব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا, আমাদের **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সবচেয়ে বড় শাহজাদী, সুতরাং প্রথমেই তাঁর কল্যাণময় আলোচনা শ্রবণ করি।

হযরত সায়্যিদাতুনা যায়নব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا

হযরত সায়্যিদাতুনা যায়নব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا নবুয়তের ঘোষনার দশ বছর পূর্বে, যখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বয়স শরীফ ত্রিশ বছর ছিলো, মক্কায়ে মুকাররমায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষা দীক্ষা জগতের শিক্ষক **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم স্বয়ং নিজেই করেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا খুবই নেককার ও পরহেযগার ছিলেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا ছিলেন ধৈর্য্যের পাহাড় এবং কৃতজ্ঞ। ভাবুন তো! যাঁর প্রশিক্ষণ স্বয়ং **মুস্তফা করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم করেছেন, সেই ব্যক্তিত্বের চরিত্র কিরূপ উন্নত হবে, এই ব্যক্তিত্বের অভ্যাস কিরূপ সুন্দর হবে এবং তিনি কিরূপ উত্তম গুণাবলী সম্পন্ন হবে।

রমযান ২য় হিজরীতে যখন আবুল আ'স বদরের যুদ্ধে গ্রেফতার হয়ে মদীনায় আসলো। ততদিন পর্যন্ত হযরত যায়নব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا মক্কায়ে মুকাররমাতেই অবস্থান করছিলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا আবুল আ'সকে মুক্ত করতে মদীনায় নিজের ঐ হাঁরটি পাঠলেন যা তাঁকে তাঁর আম্মাজান উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা খদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا তাঁকে বিয়েতে দিয়েছিলেন। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন তা দেখলেন তখন উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا ভালবাসায় তাঁর মোবারক চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। এই হাঁরটি **হুযুরে আকদাস** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইশারা পেয়ে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان হযরত সায়্যিদাতুনা যায়নব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। **হুযুর নবীয়ে রহমত, শাফেয়ে উম্মত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত যায়েদ বিন হারেসা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে একজন আনসারীর সাথে পূর্বের স্থান "বতনে ইয়াজাজ" পাঠিয়ে

দিয়েছিলেন। সুতরাং তারা উভয়ে "বতনে ইয়াজাজ" থেকে নিজেদের নিরাপত্তায় হযরত সায়্যিদাতুনা যায়নব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কে মদীনা মুনাওয়ারা নিয়ে আসেন।

(সীরাতে মুস্তফা, ৬৯১, ৬৯২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর পুরনুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হলেন সেই সম্মানিত ব্যক্তি, যাঁকে **আল্লাহ**র পথে অনেক বেশি কষ্ট দেয়া হয়েছে, বিভিন্ন ভাবে পীড়ন করা হয়েছে, অত্যাচার ও নিপীড়নের পাহাড় ভাঙ্গা হয়েছে। অত্যাচারীদের অত্যাচার ও নিপীড়ন এতই বৃদ্ধি পায় যে, তারা শুধুমাত্র **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে নয় বরং তাঁর সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী ও কারীনিদের প্রতিও অত্যাচার ও নিপীড়ন করাতে কোন পার্থক্য রাখেনি। শাহজাদীয়ে মুস্তফা, হযরত সায়্যিদাতুনা যায়নব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কেও এরূপ মজলুম ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়, কেননা তিনিও কাফেরদের অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

উট থেকে পরে গেলেন

তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাহজাদী হযরত সায়্যিদাতুনা যায়নব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কে তাঁর স্বামী আবুল আ'স বিন রবীঈ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বদরের যুদ্ধের পর মদীনা মুনাওয়ারার অভিমুখে প্রেরণ করলেন। যখন মক্কার কুরাইশরা তাঁর গমনের সংবাদ শুনলো তখন তারা হযরত সায়্যিদাতুনা যায়নব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর পিছু নিলো, এমনকি 'যী তুয়া' নামক স্থানে পেয়ে গেলো। হাব্বার বিন আসওয়াদ হযরত সায়্যিদাতুনা যায়নব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কে বল্লম নিক্ষেপ করলো, যার কারণে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا উট থেকে নিচে পরে গেলেন এবং তাঁর গর্ভপাত হয়ে গেলো। (সীরাতু নবুইয়্যা লিইবনে হাশ্‌শাম, ২৭০-২৭১ পৃষ্ঠা)

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই ঘটনায় খুবই ব্যথিত হলেনম সুতরাং **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর ফযীলত সম্পর্কে ইরশাদ করেন: هِیَ اَفْضَلُ بَنَاتِیْ اُصِیْبَتْ فِیَّ অর্থাৎ সে আমার কন্যাদের মধ্যে এই দিকদিয়ে ফযীলতপূর্ণ যে, আমার নিকট হিজরত করতে গিয়ে এতো বড় বিপদের সম্মূখীন হয়েছে। (আল মাওয়াহিবুল লিদুনিয়া ওয়া শরহে যুরকানী, ৪র্থ খন্ড, ৩১৮-৩১৯ পৃষ্ঠা। মাদারিজুন নবুয়ত, ২য় খন্ড, ৪৫৫-৪৫৬ পৃষ্ঠা) অষ্টম হিজরীতে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا ইন্তিকাল করেন, হযরত উম্মে আইমন ও হযরত সাওদা বিনতে

যামআ এবং হযরত উম্মে সালামা رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن তাঁকে গোসল প্রদান করেন, উৎসর্গিত হয়ে যান! তাঁর শান ও মহত্বে এবং তাঁর সৌভাগ্যে, কেননা **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর কাফনের জন্য শুধু নিজের মোবারক তেহবন্দ শরীফ দান করেননি বরং দয়ার উপর আরো দয়া হলো যে, জানাযার নামায পড়িয়ে স্বয়ং নিজের মোবারক হাতে তাঁকে কবরে নামান। **(শরহে যুরকানী, ৪/৩১৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, **রহমতে কাওনাইন, সুলতানে দারাঈন, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের এই কলিজার টুকরোকে এতোই ভালবাসতেন যে, তাঁর ওফাতের পরও তাঁকে দয়া করতে থাকেন, যেনো **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের কর্ম দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে দিলেন যে, কন্যা সন্তান ঘৃণার নয়, ভালবাসা ও মমতার উপযুক্ত হয়ে থাকে। এটাও জানা গেলো যে, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর কলিজার টুকরো হযরত সায়্যিদাতুনা যায়নব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে খুবই হৃদয়বিদারক ভাবে নির্যাতন ও নিপীড়নের নিশানা বানায় কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান! এতো কিছুর পরও তিনি

رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا অটল ছিলেন, বিপদাপদে ধৈর্যই ধারন করেন এবং **আল্লাহ** করীমের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে থাকেন। সুতরাং যদি কখনো আমাদের উপর কোন বিপদ এসে যায় বা **আল্লাহ**র পথে আমাদের কোনরূপ কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় তবে আমাদের উচিৎ যে, আমরাও যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র প্রতি ভরষা করে ধৈর্য, ধৈর্য এবং ধৈর্য ধারন করি। হাদীসে মোবারাকায় বিপদে ধৈর্য ধারণ করার অসংখ্য ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করার অভ্যাস গড়ি।

১. ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ তায়ালা** যার প্রতি কল্যাণ কামণা করেন, তাকে বিপদে লিপ্ত করে দেন। **(বুখারী, কিতাবুল মারযী, নম্বর-৪, ৪/৫৬৪৫)**

২. ইরশাদ হচ্ছে: বান্দাকে তার ধার্মিকতা অনুযায়ী বিপদে লিপ্ত করা হয়, যদি সে ধার্মিকতায় কঠোর হয়, তবে তার পরীক্ষাও কঠিন হয় এবং যদি সে নিজের

ধার্মিকতায় দূর্বল হয় তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার ধার্মিকতা অনুযায়ীই পরীক্ষা করে থাকেন। বান্দা বিপদে লিপ্ত হতে থাকে, এমনকি এই দুনিয়াতেই তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। **(ইবনে মাজাহ, ৪/৩৬৯, নম্বর-৪০২৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! বিপদ এবং পরীক্ষা আসা কষ্টের কারণ নয় বরং সৌভাগ্য ও রহমতের কারণ, সুতরাং যতই বিপদ আসুক না কেন, পরীক্ষার সম্মুখীন হোন না কেন, পেরেশানির বন্যা বয়ে যাক না কেন এবং রোগ বালাই মাছির ন্যায় আকড়ে ধরুক না কেন, তবুও অভিযোগ যেনো মুখ দিয়ে কখনোই বের না হয়, বরং নিজের মানসিকতা এভাবে তৈরী করুন যে, যদি আমরা বিপদে ধৈর্য ধারণ করাতে সফল হয়ে যাই, তবে কিয়ামতের দিন এর এমন মহান সাওয়াবের অধিকারী হবো, যা দেখে লোকেরা ঈর্ষান্বিত হবে।

নিরাপত্তা লাভকারীরা আকাঙ্ক্ষা করবে!

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন কিয়ামতের দিন রোগাক্রান্ত ও বিপদের সম্মূখীনদের সাওয়াব প্রদান করা হবে তখন নিরাপত্তা লাভকারীরা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, আহ! দুনিয়া যদি আমাদের চামড়া কাঁচি দিয়ে কাটা হতো। **(তিরমিযী, কিতাবুয যুহদ, ৪/১৮০, হাদীস নং-২৪১০)** অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা পোষন (Wish) করবে যে, আমাদের উপর দুনিয়ায় এরূপ রোগবালাই আসতো, যাতে অপারেশনের মাধ্যমে আমাদের চামড়া কাটা হতো, তবে আমাদেরও সেই সাওয়াব অর্জিত হতো, যা আজ অপরাপর রোগাক্রান্ত ও বিপদগ্রস্থরা পাচ্ছে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ২/৪২৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! যেমনিভাবে **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের প্রিয় শাহজাদী সায়্যিদাতুনা যায়নব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে ভালবাসতেন, তেমনিভাবে **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সন্তানদেরকেও খুবই স্নেহ করতেন।

হযরত উমামার প্রতি হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা

হযরত সায়্যিদাতুনা যায়নব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর সন্তানদের মধ্যে এক ছেলে, যার নাম ছিলো "আলী" এবং একজন মেয়ে, যার নাম ছিলো "উমামা"। "আলী" ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিলো, হযরত উমাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অতিশয় ভালবাসতেন। হাবশার বাদশাহ উপহার স্বরূপ একটি পোষাক এবং একটি মূল্যবান আংটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে প্রেরণ করেন, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আঙটিটি হযরত উমামা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে দিয়ে দিলেন। অনুরূপভাবে কেউ একবার অনেক দামী ও খুবই সুন্দর একটি হাঁর উপহার দিলেন তখন সকল কন্যারা এটা মনে করলেন যে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই হাঁরটি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর গলায় পরিয়ে দিবেন (কেননা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল সম্মানিতা স্ত্রীদের মধ্যে তাঁকেই বেশি ভালবাসতেন) কিন্তু **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমি এই হাঁর তাকেই পরাবো, যে আমার পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রিয়।" এই কথা ইরশাদ করে **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দামি হাঁরটি **তাঁর** নাতনি অর্থাৎ হযরত উমামা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর গলায় পরিয়ে দিলেন। (শরহে যুরকানী, ৪/৩১৮-৩২১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদাতুনা রুকাইয়্যা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আরেক জন শাহাজাদী হলেন হযরত সায়্যিদাতুনা রুকাইয়্যা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا, তাঁর জন্ম নবুয়তের ঘোষনার ৭ বছর পূর্বে মক্কায়ে মকাররমায় হয়েছিলো। তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক বয়স ছিলো ৩৩ বছর।

হযরত সায়্যিদাতুনা রুকাইয়্যা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর ইসলামের পূর্বে হিজরত কারী কাফেলায় অন্তর্ভূক্ত হওয়া সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে। (সীরাতে মুস্তফা, ৬৯৪ পৃষ্ঠা) তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا দুইবার হাবশা এবং একবার মদীনায় হিজরত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। (তারিখে দামেশক, ৩/১৫১) **হুযুরে আনওয়ার, নবীদের সর্দার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সাথে তাঁর বিবাহ

দেন, তাঁরা উভয় স্বামী স্ত্রী হাবশা এবং পরে মদীনার দিকে হিজরত করেন আর সাহিবুল হিজরাতাইন অর্থাৎ দুইবার হিজরতকারীর সম্মানিত উপাধী দ্বারা ধন্য হন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলামের নূর চমকানোর পূর্বে স্ত্রীদের উপর অনেক বেশি অত্যাচার ও নিপীড়ন করা হতো, তাদের মারপিট করা হতো, তাদের হক আত্মসাৎ করা হতো, যখন **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দুনিয়ায় রহমত স্বরূপ আগমন করেন তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বামীদেরকে স্ত্রীদের প্রতি সদাচরন করার জন্য শুধু গুরুত্ব আরোপ করেননি বরং তাদের সাথে সদাচরন করার ফযীলতও বর্ণনা করেছেন। আসুন! স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করার ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি।

স্ত্রীদের সাথে সদাচরন সম্বলিত প্রিয় নবী ﷺ এর তিনটি বাণী

১. তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজের পরিবারে উত্তম এবং নিজের পরিবারের সকলের নিকট তুমিই সবচেয়ে উত্তম হবে।

(তিরমিযী, কিতাবুল মুনাকিব, ৫/৪৭৫, হাদীস নং-৩৯২১)

২. তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের নিকট উত্তম।

(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪১৫, হাদীস নং-৮৭২০)

৩. কোন মুমিন কোন মুমিনা স্ত্রীকে শত্রু মনে করো না, যদি তার কোন স্বভাবের কারণে অসন্তুষ্ট হও, তবে অন্যান্য স্বভাব দ্বারা সন্তুষ্ট হবে।

(মুসলিম, কিতাবুর রিযা', ৭৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৪৬৯)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! কিরূপ মহৎ শিক্ষা প্রদান করেছেন, উদ্দেশ্য হলো যে, নির্দোষ স্ত্রী পাওয়া অসম্ভব, সুতরাং যদি স্ত্রীর মাঝে দু'একটি মন্দ স্বভাব থাকেও তবে তা সহ্য করে নাও, কেননা কিছু ভাল গুণও পাবে। এখানে মিরকাত প্রণেতা (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) বলেন: যে ব্যক্তি নির্দোষ সঙ্গীর অন্বেষণে থাকবে, সে দুনিয়ায় একাই রয়ে যাবে, আমরা স্বয়ং নিজেরাই হাজারো মন্দের প্রস্রবন, সকল বন্ধু ও আত্মীয়ের মন্দকে ক্ষমা করতে থাকো, ভালোর দিকে দৃষ্টি দাও, তবে সংশোধনের চেষ্টা করো, নির্দোষ তো **রাসূলাল্লাহ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)ই। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৫/৮৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে প্রত্যেক ব্যক্তির সকল স্বভাবই মন্দ হয় না, যদি কিছু মন্দ হলেও কিছু ভালোও হয়ে থাকে। সুতরাং স্ত্রীদের সামান্য কথায় রাগ করা, মারপিট করা, তালাক দেয়া বা ঘর থেকে বের করে দেয়া ধমক দেয়ার পরিবর্তে স্ত্রীর ভালো দিকও স্মরন করুন, যেমন; এরূপ ভাবুন যে, যদি আমার স্ত্রীর কোন বিষয় খারাপ লাগে, তবে কিছু ভালো দিকও রয়েছে! অতঃপর স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখাও প্রয়োজন এবং সর্বদা ঝগড়া বিবাদ করা এই সম্পর্কের মাঝে মন্দ প্রভাব পরবে, তবে যদি নিজের স্ত্রীর দেয়া কষ্টে ধৈর্য ধারণ করি তবে সাওয়াবের হকদার হয়ে যাবো। অনুরূপভাবে স্ত্রীরাও স্বামী পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে প্রতিদান অর্জন করুন।

আইয়ুব ও আসিয়ার ধৈর্যের প্রতিদানের ন্যায় সাওয়াব

সকল নবীদের সুলতান, রহমতে আলামিয়ান صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে নিজের স্ত্রীর মন্দ স্বভাবের জন্য ধৈর্য ধারণ করলো, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام এর বিপদে ধৈর্য ধারণ করার ন্যায় সাওয়াব দান করবেন, যদি মহিলারা তাদের স্বামীর মন্দ স্বভাবের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর সাওয়াবেন ন্যায় প্রতিদান দান করবেন।" **(আল কাবাঈর লিয যাহবী, ২০৬ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হযরত সায়্যিদাতুনা বিবি রুকাইয়্যা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর ওফাতের পর **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ৩য় হিজরীতে (নিজের আরেক শাহজাদী) হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর বিবাহ হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গনী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সাথে দেন। ৯ম হিজরীতে হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর ইন্তিকাল হয়। **রাসূলে খোদা, আহমদে মুজতাবা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই শাহজাদীরও এই সৌভাগ্য নসীব হয়েছিলো যে, তাঁর আব্বাজান, **রহমতে আলামিয়ান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর জানাযার নামায

স্বয়ং পড়িয়েছেন এবং মদীনা মুনাওয়ারার কবরস্থান "জান্নাতুল বকী"তে দাফনও করেন। (শরহে যুরকানী, ৪/৩২৫-৩২৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো "মাদানী মুযাকারা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে **দয়ালূ নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের আদব শিখানো হয়, তাঁদের ভালবাসার শিক্ষা প্রদান করা হয় এবং তাঁদের জীবনির উপর আমল করার মানসিকতাও প্রদান করা হয়, সুতরাং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন এবং ১২টি মাদানী কাজের সাড়া জাগান। যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো **"মাদানী মুযাকারা"**।

✯ اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **"মাদানী মুযাকারা"** দেখতে ও শুনতে থাকার বরকতে শরীয়তের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করার মানসিকতা নসীব হয়। ✯ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আশিকানে রাসূলের সহচর্য অর্জিত হয়। ✯ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আমলের প্রেরণা বৃদ্ধি পায়। ✯ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। ✯ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে **দাওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব নসীব হয়। ✯ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **"দাওয়াতে ইসলামী"**র মাদানী কাজ সম্পর্কে জানা যায়। ✯ **মাদানী মুযাকারা** ইলমে দ্বীনে উন্নতির উপায়। ✯ **মাদানী মুযাকারা** হচ্ছে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর জীবনের হাজারো বরং অসংখ্য অভিজ্ঞতা থেকে মাদানী প্রশিক্ষণ অর্জনের উত্তম উপায়। ✯ **মাদানী মুযাকারা**য় দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি চারিত্রিক প্রশিক্ষণও হয়ে থাকে। ✯ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট করা বিভিন্ন প্রশ্নের চিত্তাকর্ষক উত্তরের আদলে ইলমে দ্বীন অর্জিত হয় এবং ইলমে দ্বীনের ফযীলত সম্পর্কে কী বা বলার আছে:

এক হাজার রাকাত নফল নামায থেকে উত্তম

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **হুযুর নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেন: হে আবু যর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ)! তোমার এই অবস্থায় ভোর হওয়া যে, তুমি **আল্লাহ তায়ালা**র কিতাব থেকে একটি আয়াত শিখেছো, তবে তা তোমার জন্য একশত (১০০) রাকাত নফল নামায পড়া থেকে উত্তম এবং তোমার এই অবস্থায় ভোর হওয়া যে, তুমি ইলমের একটি অধ্যায় শিখেছো, যার উপর আমল করা হোক বা না হোক, তবে তা তোমার জন্য এক হাজার (১০০০) রাকাত নফল নামায পড়া থেকে উত্তম।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, ১/১৪২, হাদীস নং-২১৯)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ অসংখ্য ইসলামী ভাই মাদানী মুযাকারার বরকতে নিজের গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করে নিয়েছে। আসুন! নিয়্যত করি যে, আমরাও প্রতি সপ্তাহে **"মাদানী মুযাকারা"** দেখাকে নিশ্চিত করবো এবং অপর ইসলামী ভাইকেও মাদানী মুযাকারা দেখার দাওয়াত দিতে থাকবো اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ। সাপ্তাহিক **মাদানী মুযাকারা** ছাড়াও বিভিন্ন সময়েও মাদানী মুযুকারা হয়ে থাকে, যেমন; মুহাররামুল হারামের ১০ দিন **মাদানী মুযাকারা**, রবিউল আউয়ালের ১২ দিন **মাদানী মুযাকারা**, রবিউল আখিরের ১১ দিন **মাদানী মুযাকারা**, রমযান মাসে প্রতিদিন ২টি **মাদানী মুযাকারা**, যিলহজ্ব মাসের ১০ দিন **মাদানী মুযাকারা** ইত্যাদি।

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক এই মাদানী কাজ **"মাদানী মুযাকারা"** সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা **"সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা"** অধ্যয়ন করুন, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সকল যিম্মাদার, বিশেষকরে সাপ্তাহিক **মাদানী মুযাকারা** মজলিশের নিগরান ও সদস্যবৃন্দরা তো এই রিসালা অবশ্যই অধ্যয়ন করুন। এই রিসালা মাকতাবাতুল মদীনার পাশাপাশি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও পাঠ করতে পারবেন।

এই রিসালা অধ্যয়ন করার বরকতে আপনারা জানতে পারবেন: ✯ ইলম না শিখার ক্ষতি ✯ **মাদানী মুযাকারা**য় প্রশ্ন করার গুরুত্ব ✯ সম্মিলিত **মাদানী মুযাকারা**য় অংশগ্রহণের পদ্ধতি ✯ **মাদানী মুযাকারা**র বিস্তারিত ✯ **মাদানী মুযাকারা** সম্পর্কে মারকাযী মজলিশে শুরার মাদানী ফুল ✯ **মাদানী মুযাকারা** সম্পর্কে সতর্কতা

এবং উপকারী জ্ঞান সম্বলিত প্রশ্নোত্তর ✯ **মাদানী মুযাকারা**র ও সাংগঠনিক সতর্কতা ইত্যাদি। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে **"সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা"** শুনার বরকতের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়া ব্যক্তির মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

ফ্যাশনের আগ্রহী সংশোধন হয়ে গেলো

লাইয়্যা শহরের (পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাই সুন্নাত থেকে দূরে ফ্যাশনের নেশায় মগ্ন ছিলো, নিত্য নতুন ফ্যাশনের পোষাক পরিধান করা, অহেতুক নিজের মূল্যবান মুহূর্ত নষ্ট করা তার স্বভাব ছিলো। **আল্লাহ তায়ালা**র স্মরণ থেকে উদাসিন ছিলো, নেকীতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার মানসিকতা কিছুটা এভাবে হলো যে, একবার তার "মাদানী মুযাকারা" শুনার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, এর বরকতে তার জীবনের পটই পরিবর্তন হয়ে গেলো। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সাধারণ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা অসংখ্য জ্ঞানের সমাহার "অমূল্য ভান্ডার" কুঁড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ অর্জিত হলো, খোদাভীতি এবং ইশকে রাসূলের কিরণে তার অন্ধকার অন্তর আলোকিত হয়ে গেলো, পূর্ববর্তি জীবনের প্রতি লজ্জিত হতে লাগলো, সুতরাং সে অবশিষ্ট জীবনকে মূল্যমান মনে করে ফ্যাশনের (Fashion) ভয়াবহতা থেকে পিছু ছাড়িয়ে নিলো, সুন্নাতের প্রতি আমল করা এবং নিয়মিত নামাযের অনুসারী হওয়ার দৃঢ় অঙ্গিকার করে নিলো, মাথা সবুজ পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে নিলো, দাড়ি শরীফ দ্বারা চেহারা আলোকিত করে নিলো এবং নেকীর উপর স্থায়ীত্ব পেতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাশিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। আর নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর জন্য প্রতি মাসে তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করে নিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! এবার আমরা **হুযুরে আকরাম, রাসূলে মুহতাশাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সবচেয়ে আদুরে শাহজাদী এবং খাতুনে জান্নাত হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতিমা যাহরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর কল্যাণময় আলোচনাও শ্রবণ করি। প্রথমে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পর্যবেক্ষন করুন।

খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

তাঁর নাম "ফাতিমা" আর উপাধী "যাহরা" ও "বাতুল"। তাঁর মোবারক বাল্যকাল এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষণ খুবই পবিত্র ছিলো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا **হুযুর নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজাতুল কুবরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর রহমতপূর্ণ কোলে পালিত হয়েছেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا রাতদিন তাঁর পবিত্র পিতামাতার মুখ থেকে পবিত্র বাণীই শ্রবণ করতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا খুবই ইবাদত গুজার, মুত্তাকী ও পরহেযগার রমনী ছিলেন, তাঁকে আবিদা, যাহিদা এবং তাহিরা বলা হয়ে থাকে। (সফিনায়ে নূহ, ১৪, ১৫ পৃষ্ঠা) তাঁর চরিত্র ও স্বভাব, কথাবার্তা ও আচার আচরণে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে অনেক সাদৃশ্য ছিলো। (তিরমিযী, ৫/৪৬৬, হাদীস নং- ৩৮৯৮) এবং তাছাড়াও আরো অনেক গুণাবলী তাঁর পবিত্র সত্বায় বিদ্যমান ছিলো।

হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতিমাতুয যাহারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কে **হুযুর নবীয়ে রহমত, তাজেদারে রিসালত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا খুবই ভালবাসতেন। আসুন! এপ্রসঙ্গে কয়েকটি ঝলক অবলোকন করি।

মনুষ্য হুর!

যখন অমুসলিমরা **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে বললো যে, আমাদের চাঁদকে দু'টুকরো করে দেখান। তখন হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতিমা যাহারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا আপন সম্মানিতা আম্মাজান হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজাতুল কুবরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর মোবারক গর্ভে ছিলেন। হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজাতুল কুবরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বলেন: তার কতইনা অপদস্থতা, যে **আমাদের আক্বা মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, অতচ **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সবচেয়ে উত্তম রাসূল এবং নবী। উৎসর্গিত হয়ে যান! হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতিমা যাহারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর কারামতের প্রতি, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا তাঁর সম্মানিতা আম্মাজান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর পবিত্র পেট থেকেই তাঁকে এভাবে বলেন: হে আম্মাজান! আপনি দুঃখিত হবেন না এবং ভয়ও করবেন না, নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** আমার সম্মানিত আব্বাজানের সাথেই

আছেন। যখন খাতুনে জান্নাত হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতিমা যাহারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর জন্ম হলো তখন পুরো পরিবেশ তাঁর চেহারার আলোয় আলোকিত হয়ে গেলো। **নূরের আধার, সকল নবীদের সর্দার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন তাঁর পবিত্র সুগন্ধ শুকতেন তখন ইরশাদ করতেন: فَاطِمَةُ حَوْرَاءُ اِنْسِيَّةٌ অর্থাৎ ফাতিমাতো মনুষ্য হুর।

(আর রওযুল ফায়িক ফি মাওয়ায়িযু ওয়ার রিকাইক, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

মুস্তফার সাদৃশ্য এবং কথাবার্তার ধরণ

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বলেন: আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাহাজাদী হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতিমা যাহারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর চেয়ে বেশি আর কাউকে স্বভাব ও চরিত্র এবং আচার আচরণে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দেখিনি। **(আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৪৫৪, হাদীস নং-৫২১৭)** অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বলেন: আমি কথাবার্তার ধরন এবং বসাতে হযরত ফাতিমা যাহারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর চেয়ে বেশি অন্য কাউকে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এতো সাদৃশ্যপূর্ণ দেখিনি। **(আল আদবুল মুফরাদ, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৯৭৪)**

হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: হযরত খাতুনে জান্নাত, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ছিলেন, বরং ছবি তো শুধুমাত্রআকৃতি দেখায়, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا তো চরিত্র ও আচরণেও **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নমুনা ছিলেন। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৩৬৫)**

سُبۡحٰنَ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! কিরূপ শান! খাতুনে জান্নাত, সায়্যিদা ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর! তাঁর উঠা, বসা, চলা, ফেরা এমনকি কথাবার্তার ধরনও সম্মানিত পিতা **হুযুর নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মতোই ছিলো। আহ! আমরা নিজের জীবনকে খাতুনে জান্নাত সায়্যিদা ফাতিমা যাহারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর পবিত্র চরিত্রের উপর আমল করে **আল্লাহ তায়ালার** ইবাদতে অতিবাহিতকারী হয়ে যাই, নিজের পিতামাতার চোখের প্রশান্তি হয়ে যাই, সকলের সাথে সদাচরন এবং নম্রতা ও মঙ্গল ব্যবহার করি, মানুষের কষ্ট ও বিপদে তাদের সাহায্যকারী হয়ে যাই এবং নিজের

বাহ্যিক অবয়বকে সুন্নাতের ফ্রেমে বন্দি করে নিজের অভ্যন্তরকে হিংসা, অহঙ্কার, অপবাদ এবং কুধারণা থেকে বিরতকারী হয়ে যাই।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাহাজাদী খাতুনে জান্নাত হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতিমা যাহারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর প্রতি আমাদের মন প্রাণ উৎসর্গিত! তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا উম্মতে মুসলিমার প্রতি অতিরিক্ত দরদী ছিলেন, **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মতের জন্য অনেক সময় সারা রাত দোয়া প্রার্থনা করতে থাকতেন, নিজের সুযোগ সুবিধার জন্য **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে কখনোই ফরিয়াদ করতেন না, বরং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا সারা দিন ঘরের কাজকর্ম করতেন এবং যখন রাত হতো তখন **আল্লাহ তায়ালার** ইবাদতে দাঁড়িয়ে যেতেন আর অধিকহারে তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকতেন।

ইবাদত হোক এমনই!

হযরত সায়্যিদুনা ইমামে হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি আমার সম্মানিতা আম্মাজান হযরত সায়্যিদা ফাতিমা যাহারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কে দেখেছি যে, রাতে মসজিদে বাইতের মেহরাবে (অর্থাৎ ঘরে নামায পড়ার বিশেষ স্থান) নামায পড়তে থাকতেন, এমনকি ফজরের নামাযের সময় হয়ে যেতো, আমি তাঁকে মুসলামান নারী পুরুষের জন্য অনেক বেশি দোয়া করতে শুনেছি, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا নিজের জন্য কোন দোয়া করতেন না, আমি আরয করলাম: প্রিয় আম্মাজান! কি কারণে আপনি নিজের জন্য দোয়া করেন না? বললেন: প্রথমে হচ্ছে প্রতিবেশি অতঃপর ঘর। **(মাদারিজুন নবুয়ত, ২য় খন্ড, ৪৬১ পৃষ্ঠা)**

আসুন! এবার সায়্যিদা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর তিলাওয়াতের আগ্রহ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর বাণী শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি।

ব্যস্ততার মাঝেও তিলাওয়াত

হযরত সায়্যিদনা সালমান ফারেসি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি একবার **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আদেশে সায়্যিদা ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমি দেখলাম যে, হযরত হাসানাঈনে করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا ঘুমাচ্ছিলেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا তাদের বাতাস করছিলেন এবং মুখে **আল্লাহ তায়ালার** বাণী তিলাওয়াত অব্যাহত ছিলো, তা দেখে আমার মাঝে একটি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। (সফিনায়ে নূহ, ৫৩ পৃষ্ঠা)

খাবার বানাতেও তিলাওয়াত

আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: সায়্যিদা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا খাবার বানানোর (Cooking) সময়ও কোরআনে পাকের তিলাওয়াত অব্যাহত রাখতেন। (সফিনায়ে নূহ, ৫৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, খাতুনে জান্নাত সায়্যিদা ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا ইবাদত ও তিলাওয়াতের কিরূপ আগ্রহী ও সৌখিন ছিলেন যে, দিন রাত ইবাদত করতেন আর ঘরোয়া ব্যস্ততার মাঝেও মুখে কোরআনে করীমের তিলাওয়াত অব্যাহত রাখতেন। আফসোস! আজ অধিকাংশ যুবক পুরোদিন কানে হেডফোন (Earphones) লাগিয়ে বড়ই একাগ্রচিত্তে গান শুনে শুনে নিজের কাজে মগ্ন থাকে এবং পাশাপাশি নিজের মুখেও গুনগুনাতে থাকে, মহিলারা ঘরের কাজকর্ম করার সময় গান শুনে, যেনো গান শুনা ছাড়া কাজ করা যায় না। বর্তমানে তো গান বাজনার এই বদ অভ্যাস এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, অনেক মূর্খরা তো গাড়ি চালানোর সময় নিজের মোবাইল বা টেপ রেকর্ডারে গাল লাগিয়ে দেয়। আহ! আমাদেরকে আমাদের রাত সমূহ ইবাদতে অতিবাহিত করার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যেতো। আহ! আমাদের কোন মুহুর্তই অহেতুক কাজে অতিবাহিত না হতো। আহ! আমাদের প্রতিটি সেকেন্ডই যেনো যিকির ও দরূদের কারণে রহমতপূর্ণ ভাবে অতিবাহিত হতো। আহ! গান বাজনা শুরা এবং গুনগুন করার (Singing) আমাদের এই মন্দ

অভ্যাস দূর হয়ে যাক এবং আমরা ঘরোয়া কাজকর্মে ব্যস্ত থাকি কিংবা সফরে থাকি সর্বদা আমাদের ঠোঁটে যিকির ও দরূদ এবং নাতে রাসূল অব্যাহত থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত দেখা যায় যে, যে যতই উচ্চ পদের অধিকারী হয়, সে ততই উত্তম ভাবে জীবন অতিবাহিত করে, ভালো ভালো খাবার খায়, উন্নত পোষাক পরিধান করে, দামী বাড়িতে থাকে, আলিশান গাড়িতে ঘুরে বেড়ায়, তার সন্তানাদীরাও আরাম আয়েশে জীবন অতিবাহিত করে কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান! **রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি! যাঁকে **রাব্বে করীম** সকল সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফযীলত ও উৎকর্ষময়তা দান করেছেন এবং অসংখ্য ক্ষমতা প্রদান করেছেন কিন্তু **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দারিদ্রতা অবলম্বন করেছেন আর তাওয়াক্কুল ও অল্পেতুষ্টিতার জীবন অতিবাহিত করেছেন, যেহেতু খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় শাহাজাদী সেহেতু তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا তাঁর **সম্মানিত আব্বাজান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে জীবন অতিবাহিত করার সেই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যা তাঁর সম্মানিত আব্বাজান অবলম্বন করেছেন। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি উপদেশমূলক কাহিনী শ্রবণ করি এবং নসীহতের মাদানী ফুল কুঁড়িয়ে নিই।

শাহজাদীয়ে কাওনাঈন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর পরীক্ষা

হযরত সায়্যিদুনা ইমরান বিন হুসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **হাবীবে কিবরিয়া, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার প্রতি ভাল ধারণা রাখতেন, একবার **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: হে ইমরান! আমার নিকট তোমার একটি বিশেষ স্থান রয়েছে! তুমি কি আমার কন্যা ফাতিমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا কে (অসুস্থতায়) দেখতে যাবে? আমি আরয করলাম: "আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত! অবশ্যই যাবো।" সুতরাং আমরা রওয়ানা হলাম এবং হযরত সায়্যিদা ফাতিমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর দরজায় পৌঁছলাম, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দরজায় কড়া নাড়লেন এবং সালাম করার পর ভেতরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন।

হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতিমা যাহারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বললেন: তাশরীফ নিয়ে আসুন! **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমার সাথে আরো একজন ব্যক্তি রয়েছে, প্রশ্ন করলেন: হুযুর! আরেকজন কে? **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ইমরান! হযরত সায়্যিদা ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বললেন: **রব তায়ালা**র শপথ! যিনি আপনাকে সত্যের সহিত প্রেরণ করছেন! আমি শুধুমাত্র একটি চাদর দ্বারা শরীর ঢেকেছি। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পবিত্র হাতের ইশারায় ইরশাদ করলেন: তুমি এভাবে পর্দা করে নাও, তিনি আরয করলেন: এভাবে আমার শরীর তো ঢেকে যাবে কিন্তু মাথা ঢাকবে না। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর দিকে একটি পুরোনো চাদর নিক্ষেপ করলেন এবং ইরশাদ করলেন: তুমি এটা দিয়ে মাথা ঢেকে নাও। এরপর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঘরে প্রবেশ করলেন এবং সালাম করার পর জিজ্ঞাসা করলেন: মা কেমন আছো? হযরত সায়্যিদা ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا আরয করলেন: হুযুর! আমার দু'টি কষ্ট, একটি হলো রোগের কষ্ট আর অপরটি হলো ক্ষুধার কষ্ট! আমার নিকট এমন কোন জিনিষ নেই, যা খেয়ে ক্ষুধা মিটাবো। **হুযুর পুরনুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একথা শুনে অশ্রুসিক্ত হলেন এবং ইরশাদ করলেন: মা ঘাবরিয়ো না, **রব তায়ালা**র শপথ! **রব তায়ালা**র নিকট তোমার চেয়ে আমার মর্যাদা বেশি, কিন্তু আমি তিনদিন ধরে কিছু খাইনি, যদি আমি **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট চাইতাম তবে আমাকে অবশ্যই খাওয়াতেন, কিন্তু আমি দুনিয়ার উপর আখিরাতকে প্রাধান্য দিয়েছি, অতঃপর হুযুর হযরত সায়্যিদা ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর কাঁধে হাত রেখে ইরশাদ করলেন: "খুশি হয়ে যাও, তুমি হলো জান্নাতী মহিলাদের সর্দার!" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: হযরত আসিয়া এবং মরিয়ম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِمَا কোথায় থাকবে? **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আসিয়া (رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہَا) তাঁর যুগের মহিলাদের এবং তুমি তোমার যুগের মহিলাদের সর্দার হবে, তুমি জান্নাতে এমন প্রাসাদে থাকেব যাতে কোন ত্রুটি, কোন দুঃখ এবং কোন কষ্ট থাকবে না। অতঃপর ইরশাদ করলেন: নিজের চাচাতো ভাইয়ের সাথে খুশি থাকো, আমি তোমার বিবাহ দুনিয়া ও আখিরাতের সর্দারের সাথে দিয়েছি। (মুশকিলুল আসার লিল তাহাভী, ১/৩৬, হাদীস নং-১০১) **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য ওফাতের প্রায় পাঁচ বা ছয় মাস পর

৩ রমযানুল মোবারক ১১ হিজরীতে হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতিমা যাহারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا ওফাত গ্রহণ করেন। (সফিনায়ে নূহ, ৫৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত কাহিনী থেকে আমরা তিনটি মাদানী ফুল অর্জন করি। (১) বিয়ের পর মেয়ের ঘরে যাওয়া এবং তার অসুস্থতায় দেখতে যাওয়া **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতে মোবারাকা। (২) কষ্ট ও ক্ষুধা সমৃদ্ধ জীবন অতিবাহিত করা **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইচ্ছাধীন ছিলো, কোন অপারগতা ও অসহায়তার কারণে ছিলোনা, তাইতো হুযুর ইরশাদ করেন: যদি আমি (**আল্লাহ তায়ালার** নিকট) চাই তবে তিনি আমাকে অবশ্যই খাওয়াবেন, কিন্তু আমি দুনিয়ার উপর আখিরাতকে প্রাধান্য দিয়েছি।" অনুরূপভাবে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মোবারক পরিবার পরিজনরাও অল্পেতুষ্টিতার সম্পদে সমৃদ্ধ এবং ধৈর্য ও সন্তুষ্টির অধিকারী ছিলেন। (৩) দারিদ্রতা এবং ক্ষুধায় ধৈর্য ধারন করা এবং এর শিক্ষা দেয়া **মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত, যেমনটি এই ঘটনা দ্বারা জানা যায় যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের প্রিয় এবং আদুরে কন্যা হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কে দারিদ্রতা এবং পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করা এবং দৃঢ় থাকার শিক্ষা দিয়েছেন এবং স্বয়ং নিজেও কয়েকদিন ধরে ক্ষুধায় ধৈর্য ধারণ করে ছিলেন। তাই আমাদেরও উচিৎ যে, যেমনই হোক না কেন সর্ববস্থায় ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতাই জ্ঞাপন করা, কখনোই অভিযোগ ও অনুযোগ মুখ দিয়ে বের না করা, **আল্লাহ তায়ালা** চাইলে সকল সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। তাছাড়া আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত থাকাও ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার ভান্ডার অর্জিন করার একটি উত্তম উপায়।

রিসালা বন্টন মজলিশ

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং ইসলামের বার্তাকে প্রসার করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সঙ্গ দিন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রায় ১০৪টি বিভাগের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"রিসালা বন্টন মজলিশ"**। আপনি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে কিতাব ও রিসালা এবং মমোরী কার্ড কিনে বন্টন নিজেও করতে পারেন এবং

দা'ওয়াতে ইসলামীর মজলিশ **"রিসালা বন্টন"** এর সাথে যোগাযোগ করে নিজ মরহুমদের ইছালে সাওয়াবের জন্য বিয়ে-শাদী, ওরশ, কুলকানি, চেহলাম ইত্যাদিতে স্টল বসিয়ে মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও রিসালা ফ্রি বন্টন করাতে পারেন। **আল্লাহ তাআলা** আমাদেরকে রিসালা বন্টনের মতো মহৎ কল্যাণের কাজে শুধু নিজে নয় বরং অন্যান্যদেরও রিসালা বন্টনের উৎসাহ প্রদান করার প্রেরণা নসীব করুক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সুগন্ধি লাগানোর সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! সুগন্ধি লাগানোর সুন্নাত ও আদব সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: (১) ইরশাদ হচ্ছে: আমার তোমাদের দুনিয়ায় তিনটি জিনিষ পছন্দ: (১) সুগন্ধি, (২) কন্যা এবং (৩) আমার চোখের শীতলতা নামাযকে বানানো হয়েছে। (আল মানবাহাত, ২৭ পৃষ্ঠা) (২) ইরশাদ হচ্ছে: চারটি জিনিষ নবীদের সুন্নাতে অন্তর্ভূক্ত: বিবাহ, মিসওয়াক, লজ্জা এবং সুগন্ধি লাগানো। (মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৮৮, হাদীস নং-৩৮২) ☆ **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সুগন্ধির উপহার ফিরিয়ে দিতেন না। (তিরমিযী, হাদীস নং-২১৬, ৫/৫৪০) ☆ জুমার নামাযের জন্য তল এবং সুগন্ধি লাগালো মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৭৪, ৪র্থ অংশ)

সুগন্ধি লাগানোর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)